

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুবাশ্শিরীন

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরিত প্রত্যেক নবীর ওপর।

নবীদের জীবন নতুন কোনো কাহিনি নয়। অতীতে অসংখ্যবার নবীদের জীবন নিয়ে বই লেখা হয়েছে। কিন্তু কিছু কাহিনি আছে যা বারবার লিখতে হয়, নতুন করে লিখতে হয়। কারণ সময়ের সাথে মানুষের ভাষা বদলায়, শব্দের অর্থ বদলায়। মানুষের জগৎটা স্থান-কালে আবদ্ধ, তার শব্দের ভাষার সীমিত, তার ভাবনাগুলো কোনো না কোনোভাবে পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট। এই সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে যখন হাজার বছর আগের কোনো বাস্তবতাকে শত বছর আগের একটি বই পড়ে বুঝতে চায়, তখন অবধারিতভাবে কিছু অর্থ হারিয়ে যায়, কিছু কথা বদলে যায়। কিছু কথা পাঠক ভুল বোঝে কিংবা বোঝেই না। আর তখন ঘটনাগুলো হয়ে যায় ‘গল্প’, যা মনে থাকে কিন্তু ছাপ রাখে না।

নবীদের জীবন থেকে পাওয়া ঘটনা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে, নির্দিষ্ট কোনো স্থানে ঘটলেও এর শিক্ষাগুলো সময় কিংবা স্থান দ্বারা আবদ্ধ নয়, আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘটনাগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাই এই বিষয় নিয়ে পূর্বেকার লেখাগুলোর আলোকে প্রত্যেক যুগে নতুনভাবে বই লেখা উচিত, যেন অতীতের এই ঘটনাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা আমাদের জামানাতোও আমরা ধরে রাখতে পারি। সে চিন্তা থেকে এই বইটি প্রকাশ করা।

নবীদের কাহিনিগুলো আত্মস্থ করলে একজন মুসলিমের স্বাতন্ত্র্য ওয়ার্ল্ডভিউ তৈরি হয়, যার দ্বারা সে সত্য-মিথ্যা চিনতে পারে। শয়তান কখনো মানুষের কাছে এসে বলে না, ‘আমি তোমার সর্বনাশ করতে চাই।’ সে বলবে, ‘আমি তোমার জন্য কল্যাণ চাই, মুক্তি চাই, অধিকার চাই, সমতা চাই, প্রগতি চাই।’ এই ‘কল্যাণ’, ‘স্বাধীনতা’, ‘অধিকার’, ‘সমতা’ আর ‘প্রগতি’—এসবের সঠিক অর্থ উদ্ঘাটন তখনই আমরা করতে পারব যখন ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউ দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখব, আবিষ্কার করব এই কথাগুলো অতীতে কেউ না কেউ বলেছে—ইবলিস বলেছে, নুহ, হুদ, সালেহ, শুআইব আলাইহিমুসসালাম—তাদের সময়কার ক্ষমতাসীনরা বলেছে, নমরুদ আর ফিরআউন বলেছে, আর এখন বলছে পশ্চিমা সেক্যুলারশক্তি। জাহেলি সমাজের আহ্বান একটাই—আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের গোলামি করা—এটাকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় একেক যুগে একেক ভাষায়। এ কারণে জাহেলিয়াতের ভাষা ও বয়ান বোঝার জন্য নবীদের কাহিনি জানা জরুরি।

নবীদের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান একজন মুসলিমের আল্লাহর ওপরে ঈমান বৃদ্ধি করবে। ইসলাম সম্পর্কে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি-বুঝি, কিন্তু সঠিক অবস্থান নিতে পারি না। সামান্য চাপে ভেঙে পড়ি, বুঝেও বুঝি না, জানা উত্তরে ভুল করি। আসলে কিছু সময় আছে যখন তথ্য-উপাত্ত, যুক্তি, ক্ষমতা—কিছুই কাজে আসে না। যখন এসবের কিছুই কাজ করে না, তখন কাজে আসে ঈমান। অনেক জেনেও কেউ ঈমানহারা হয়, কম জেনেও অনেকে ঈমানের ওপরে টিকে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে এই কাহিনিগুলো বলেছেন যেন আমাদের অন্তরগুলোতে ঈমান মজবুতভাবে গেড়ে বসে, যেভাবে করে উর্বর মাটিতে বেড়ে ওঠা বৃক্ষ দমকা হাওয়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো ঝরে যায় না।

কুরআনে বর্ণিত পঁচিশজন নবী ও রাসূল

১. আদম
২. ইদরীস
৩. নুহ
৪. হুদ
৫. সালেহ
৬. ইবরাহীম
৭. ইসমাইল
৮. ইসহাক
৯. লুত
১০. শুআইব
১১. ইয়াকুব
১২. ইউসুফ
১৩. আইয়ুব
১৪. ইউনুস
১৫. মুসা
১৬. হারুন
১৭. দাউদ
১৮. সুলাইমান
১৯. ইলিয়াস
২০. আল-ইয়াসা
২১. যুল-কিফল
২২. যাকারিয়া
২৩. ইয়াহইয়া
২৪. ঈসা
২৫. মুহাম্মাদ

আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম।

সূচিপত্র

পূর্বসূত্র.....	1
নবীদের ঘটনা কেন জানব?.....	1
(১) আল্লাহর আদেশ.....	1
(২) তাফাক্কুর.....	2
(৩) নবীরা হলেন 'রোল-মডেল'.....	2
(৪) নবীদের ভালোবাসা.....	2
(৫) অন্তরে দৃঢ়তা অর্জন, নসিহত ও স্মরণিকা গ্রহণ.....	3
নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব.....	3
নবীদের সংখ্যা.....	4
রাসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য.....	5
সৃষ্টির সূচনা.....	6
আদম.....	8
দুনিয়াতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব.....	8
পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে.....	9
মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর রহস্য.....	10
আদমের সৃষ্টি ও বিবর্তনবাদ.....	10
রুহ: প্রাণের গোপন রহস্য.....	13
যখন আদম — প্রথম কথা বললেন.....	15
রুহের জগতে আল্লাহর সাথে মানুষের অঙ্গীকার.....	15
নবীদের সাথে চুক্তি.....	16
আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা প্রদান করা.....	17
সিজদার ঘটনা ও ইবলিসের অহংকার.....	18
সিজদার ঘটনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য.....	20
জান্নাতে একাকিত্ব.....	21
ইবলিসের প্ররোচনা.....	22
মানুষ ও শয়তানের ভুলের মধ্যে পার্থক্য.....	24
দুনিয়াতে অবতরণ.....	24
আদমের — দুই ছেলের ঘটনা.....	25
১। প্রতিহিংসার ভয়াবহ পরিণাম.....	26
২। জুলুমের ভয়াবহ পরিণাম.....	26
আদমের — মৃত্যু.....	27

শীস	29
-----	----

ইদরীস	30
-------	----

ইসরাইলী বর্ণনার ব্যাপারে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি	30
--	----

নুহ	32
-----	----

মানব ইতিহাসে শিরকের সূচনা	32
---------------------------	----

নুহের দাওয়াহ	33
---------------	----

তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত	33
---	----

নুহের দাওয়াতের ভাষা	34
----------------------	----

বিরোধিতা ও মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ	36
---------------------------------	----

অনুসারীদের ব্যাপারে আপত্তি	37
----------------------------	----

ফেরেশতাকে রাসূল হিসেবে পাবার আবদার	38
------------------------------------	----

ট্যাগিং—মিথ্যাবাদী, বিভ্রান্ত অপবাদ প্রদান	39
--	----

পূর্বপুরুষের দোহাই	39
--------------------	----

'সে নেতৃত্ব চায়!'	40
--------------------	----

উপহাস	41
-------	----

আল্লাহর নবীকে চ্যালেঞ্জ করার পরিণতি	41
-------------------------------------	----

নুহের নৌকায় ছিল অল্প কিছু মানুষ	43
----------------------------------	----

নুহের পুত্রের বিবরণ	45
---------------------	----

কারা আমাদের পরিবার	46
--------------------	----

সবর করুন! চূড়ান্ত বিজয় তো মুত্তাকীদের!	47
--	----

হুদ	48
-----	----

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?'	48
-------------------------------------	----

আদ জাতি: তখনকার 'পরাজিত'	49
--------------------------	----

কী ছিল আদ জাতির অপরাধ?	49
------------------------	----

হুদের দাওয়াত	51
---------------	----

নবীদের বিরুদ্ধে 'আল-মালা'দের সক্রিয় ভূমিকা	53
---	----

সত্য প্রত্যাখ্যানের চক্র	54
--------------------------	----

রাসূল হিসেবে ফেরেশতা নয় কেন?	54
-------------------------------	----

আখিরাত অস্বীকার	56
-----------------	----

প্রমাণ দাবি	56
-------------	----

চরিত্র হনন	58
------------	----

আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা সভ্যতার পরিণতি	60
---------------------------------------	----

অতীতের আদ জাতিদের দিকে দেখুন	61
------------------------------	----

'এই তো মেঘ! আমাদের বৃষ্টি দেবে!'	63
----------------------------------	----

সাত রাত, আট দিনব্যাপী আজাব	64
----------------------------	----

‘দুই টাকার চেয়েও তুচ্ছ যে সভ্যতা’	66
--	----

সালেহ 67

স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী জাতি সামুদ	67
দাওয়াত ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব	68
প্রতিক্রিয়া	69
১) হুমকি ও উপহাস	69
২) অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে আখ্যা দেওয়া	70
৩) বাপ-দাদার রীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের দোহাই	71
৪) অপবাদ ও চরিত্র হননের প্রচেষ্টা	72
চ্যালেঞ্জ	73
‘আজাব নিয়ে এসো!’	75
সালেহকে হত্যার পরিকল্পনা	75
তিন দিনের ডেডলাইন	76
এক প্রচণ্ড শব্দ	76
নিরপেক্ষ অবস্থান: স্রেফ একটি আত্মপ্রত্যাহার	77
মৃত্যু উপত্যকায় কিছু মৃতদেহের সাথে কথোপকথন	79
আজাবপ্রাপ্ত কাফিরদের জন্য কোনো আফসোস নয়	79
ওদেরকে আমরা দেখব মুক্ততা নয়, করুণার চোখে	80

ইবরাহীম 83

অনন্য নবী ইবরাহীম	83
১. তিনি উলুল আযমের অন্তর্ভুক্ত	83
২. তিনি খালিলুল্লাহ: ‘আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।’	83
৩. তিনি একাই একটি জাতি	83
৪. তিনি অনুগত, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল	84
৫. তিনি ছিলেন ‘হানিফ’	84
৬. সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	84
৭. তিনি ‘আবুল আশ্বিয়া’, নবীদের পিতা:	85
যুবক বয়সে ইবরাহীম পিতাকে দাওয়াত দিলেন	85
ভুলে যাওয়া শিক্ষা: আল-ওয়ালা ওয়াল বারা: ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’	88
স্বজাতির প্রতি ইবরাহীমের আস্থান	89
গোটা সমাজের বিরুদ্ধে এক অপরিচিত যুবক	90
‘রিমান্ডে’ নবী ইবরাহীম	92
অগ্নিপরীক্ষা!	93
নমরুদের দরবারে	94
মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষকরণ	95
ব্যাবিলন ত্যাগের পূর্বে প্রদত্ত ভাষণ	96
হিজরত: কল্যাণের দেশে	96

হাররানের তারকাপূজকদের ঘটনা	97
মিসরে বিপত্তি.....	100
ইবরাহীমের ـــــــ বংশধারা.....	102
ইসমাইলের বংশধরদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী	103
‘ইব্রাহিমীয় ধর্ম’, ‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ’ (ইন্টার-ফেইথ ডায়ালগ) এবং পারলৌকিক মুক্তি	103
কী এই ‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ’?	105

ইসমাইল ـــــــ 108

হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে নির্বাসন	108
মা হাজেরার ঈমান.....	109
মা হাজেরার মর্যাদা ও আল্লাহর সাহায্য.....	110
ইবরাহীমের ـــــــ দুআ.....	110
আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে জবেহ করছি.....	111
আত্মসমর্পণ.....	113
ইসমাইলের ـــــــ স্ত্রীদের ঘটনা.....	114
কা’বা নির্মাণ.....	115
হজ্জের ঘোষণা প্রদান.....	117
উদ্বেগ ও আনন্দের খবর নিয়ে তিন অচেনা অতিথির আগমন.....	117

লুত ـــــــ 120

কী ছিল কওমে লুতের অপরাধ?	121
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	122
‘এরা সাধু সাজতে চায়, এদেরকে বের করে দাও’	123
শহরে তিন সুদর্শন আগন্তুক	125
কিন্তু সবাই তাদের খবর জেনে গেল!	126
সমকামীদের আনন্দ-মিছিল	127
‘আমরা আল্লাহর ফেরেশতা!’	128
এক ভয়ংকর ভোর	129
কারা মুক্তি পেলেন?	130
ভাবনার খোরাক—সমকামীদের পরিণতি.....	130
১) সমকামিতার একাল-সেকাল এবং পরিণতি.....	130
২) লুতের দাওয়াত হতে শিক্ষা—বাস্তব সমস্যা নিয়েই নবীদের কাজ.....	132
৩) আমাদের দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না কেন?.....	133

শুআইব ـــــــ 134

শুআইবের ـــــــ দাওয়াত.....	134
কওমে শুআইবের অপরাধ.....	136
মাপে-ওজনে কম দেওয়া.....	136
টাক্স আদায়কারী প্রথম জাতি.....	137

আল্লাহর পথে বাধাদান.....	137
সেকুলারিজমের একাল-সেকাল.....	138
‘আমরা তোমার কথা বুঝি না’.....	141
খাতীবুল আন্নিয়ার প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ	142
১. কথা ও কাজের মিল.....	143
২. ‘আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই ...’.....	144
৩. ‘আল্লাহর তাওফীক দ্বারাই কাজ হয়ে থাকে’.....	145
৪. ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু’—‘আমি তাঁর ওপরই আস্থা রাখি’.....	146
৫. তোমরা বিদ্বেষের কারণে সত্য প্রত্যাখ্যান করো না.....	148
৬. ইস্তেগফার.....	149
আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি.....	149
মাদইয়ান থেকে মদীনায়া!.....	151
পরিশিষ্ট	152

ইয়াকুব 154

কুরআনে ইয়াকুব	154
বাইতুল মুকাদাসের ইতিহাস	155
মুসলিমদের জন্য আল-কুদসের গুরুত্ব.....	156
বাইতুল মাকদিসের গুরুত্ব ও ফজিলত	160
আল-আকসার ওপর একমাত্র অধিকার মুসলিমদের	161
বনি ইসরাইল কারা?.....	161
এক স্নেহময় পিতার বেদনাবিধুর আখ্যান	162

ইউসুফ 164

আহসানুল কাসাস.....	164
শৈশবের স্বপ্ন.....	164
ভাইদের শত্রুতা ও হিংসা	167
হত্যার চক্রান্ত	168
‘তাকে কুয়োয় ফেলে দাও!’.....	169
অন্ধকূপ থেকে মিসরের রাজপ্রাসাদ.....	171
জ্ঞান বনাম প্রজ্ঞা.....	173
নারীর ফিতনা.....	174
উভয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে	177
আযীযের শিথিল প্রতিক্রিয়া.....	177
দাইয়ুস বনাম গাইয়ুর.....	178
মহিলাদের কানাকানি	179
কারাগার অধিক প্রিয়.....	180
রাজপ্রাসাদ থেকে কারাগারে	181
ইউসুফের দাওয়াত	183

ভাবনার খোরাক—মানবরচিত আইনের কুফর	185
দুই বন্দির স্বপ্নের ব্যাখ্যা	187
বাদশাহর স্বপ্ন	188
‘তোমার রব’ বনাম ‘আমার রব’	190
মামলার নিষ্পত্তি: নির্দোষ প্রমাণ	191
বন্দিত্ব থেকে মন্তিত্ব	192
দুর্ভিক্ষ	194
ভাইদের মিসর আগমন	195
পিতা ইয়াকুবের কাছে ভাইদের আবেদন	196
পুত্রদের প্রতি ইয়াকুবের নির্দেশনা	197
ভাইয়েরা দ্বিতীয়বার মিসরে প্রবেশ করল	198
শাহী পানপাত্র চুরি	198
ইউসুফ কোন আইনে দেশ শাসন করেছেন?	199
‘তার এক ভাইও ইতঃপূর্বে চুরি করেছিল!’	200
ইউসুফের সাফল্যের রহস্য	203
এক অনুপম ক্ষমা	205
ক্ষমা, উদারতা ও সহনশীলতার সমকালীন প্রেক্ষাপট	205
ইয়াকুব ﷺ পুত্রকে ফিরে পেলেন	206
ইউসুফের মুজিয়া	206
স্বপ্ন সত্য হলো	207
শুভ সমাপ্তি	208

আইয়ুব 210

তিনি সবরের প্রবাদপুরুষ	210
পরীক্ষা	211
কী ছিল সেই দুঃখ-কষ্ট?	211
উত্তরণ ও পুরস্কার	212
‘শপথ ভঙ্গ করো না!’	214
সবর উজ্জ্বল আলোস্বরূপ	214
আম্বিয়াদের পরীক্ষাই সবচেয়ে কঠিন	215
অনুপ্রেরণা—পরীক্ষাকে বরণ করুন হাসিমুখে	216

ইউনুস 218

প্রস্থান	218
মাছের পেটে	219
অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো	220
বিপদ থেকে উদ্ধার	220
নদী তীরে ফিরে এলেন ইউনুস ﷺ	221
প্রত্যাবর্তন	221

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে নবী ইউনুসের ﷺ ঘটনার প্রভাব	222
ইউনুসের ﷺ মর্যাদা	224

দূর্বসূত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই, তাঁর কাছেই হিদায়াত চাই। আরও আশ্রয় চাই আমাদের নফসের অনিষ্ট হতে এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট হতে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি শরিক বিহীন। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

নবীদের কাহিনি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

‘অতএব, আপনি বর্ণনা করুন এসব কাহিনি, যাতে তারা তাফাক্কুর (চিন্তা, গবেষণা) করে।’
(সূরা আরাফ, ৭: ১৭৬)

নবী-রাসূলদের মধ্যে পঁচিশজনের নাম কুরআনে এসেছে; তারা হলেন : আদম, ইদরীস, নুহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, লুত, শুআইব, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ুব, ইউনুস, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, যুল-কিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা আলাইহিমুসসালাম এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। বিগত নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে ﷺ বলছেন,

‘তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। অতএব, আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন।’ (সূরা আনআম, ৬: ৯০)

কুরআনের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নবীদের ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। কাজেই, এগুলোই মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। তিনি না জানালে আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনাগুলোর কিছুই জানতে পারতাম না। আল্লাহ বলেছেন, ‘আপনার কাছে এই কুরআনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কাহিনি বর্ণনা করছি। আর অবশ্যই এর আগে আপনি (এ ব্যাপারে) কিছুই জানতেন না।’ (সূরা ইউসুফ, ১২: ৩) এভাবে নবীজিকে সম্বোধনের মাধ্যমে মূলত পুরো মানবজাতিকে নবীদের ঘটনার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা এসব ঘটনাতেই আছে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব ও তাদের জীবনকথা!

নবীদের ঘটনা কেন জানব?

প্রত্যেক কাজের শুরুতে নিয়ত তথা উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া খুবই জরুরি। সঠিক লক্ষ্য স্থির থাকলে আশা করা যায়, আপনি গন্তব্য পৌঁছতে পারবেন। নবীদের কাহিনি জানার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

(১) আল্লাহর আদেশ

রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি আল্লাহ আদেশ করেছেন, ‘আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনি’—সূতরাং, আল্লাহর

পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আদেশ করা হয়েছে, যেন তিনি উম্মতের কাছে অবশ্যই এসব কাহিনি বর্ণনা করেন। আর রাসূলের ﷺ উম্মত হিসেবে এই দায়িত্ব আমাদের ওপরেও বর্তায় যে আমরা পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনি জানব এবং অন্যদের কাছে বর্ণনা করব। আর আল্লাহর আদেশ পালন করা হলো ইবাদত। তাই আল্লাহর আদেশ পালন ও ইবাদতের নিয়তে নবীদের কাহিনি জানতে হবে।

(২) তাফাক্কুর

আল্লাহ তাআলা চান যেন নবীদের এ কাহিনিগুলো নিয়ে আমরা গভীরভাবে ভাবি, চিন্তা করি। আল্লাহ বলছেন, ‘আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনি, যেন তারা চিন্তা করে।’ কুরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অংশে পূর্ববর্তী নবীদের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। নিছক বিনোদন বা গল্পের খাতিরে নয়, এসব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে জীবনে বাস্তবিক শিক্ষা গ্রহণ ও প্রয়োগের জন্য, অনুধাবন করার জন্য, গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য।

নবীদের ঘটনায় রয়েছে ‘ইবরাহ’ তথা ‘সমবাদার ব্যক্তিদের জন্য প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।’ এই ঘটনাগুলো এতই সমৃদ্ধ যে বারবার আলোচনা করলেও শিক্ষণীয় উপাদানের ঘাটতি হয় না। আল্লাহ বলেছেন,

‘তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বকার কালামের সমর্থন, প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।’ (সূরা ইউসুফ, ১২: ১১১)

(৩) নবীরা হলেন ‘রোল মডেল’

একমাত্র নবীরাই মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ বলেন, ‘তারা এমন, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।’ সমকালীন প্রেক্ষাপটে, এই কারণটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নবীগণ হলেন সেরা ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ নিজে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকেও নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদেরকে অনুসরণ করার জন্য, তাঁদের দেখানো পথে চলার জন্য। কেননা তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের প্রত্যেকের জন্য ‘রোল মডেল’ বা অনুকরণীয় আদর্শ প্রয়োজন। মানুষ স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়। শৈশব ও তরুণ বয়সে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ আছে, হোক সেটা ভালো কিংবা মন্দ। চেতন-অবচেতন মনে আমরা সবাই কাউকে না কাউকে অনুসরণ করি। এটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। আজকে মুসলিমদের সামনে নবী-রাসূলদের আদর্শ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের জীবনী তুলে ধরা হচ্ছে না বলে তারা বিভিন্ন বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনগড়া মত, পথ ও আদর্শের অনুসারী হচ্ছে।

(৪) নবীদের ভালোবাসা

কোনো অচেনা মানুষকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। কাউকে না চিনলে, না জানলে তাকে ভালোবাসা যায় না। আজকে সব মুসলিমরাই দাবি করে তারা নবীদের ভালোবাসে। কিন্তু তাদের অনেকেই নবীদের জীবন সম্পর্কে কিছু টুকরো ঘটনা বাদে তেমন কিছুই জানেন না। অথচ নবীদের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও সম্মান ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে ঠাঁই পায় না, যতক্ষণ না তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তাঁরা কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন, এগুলো জানলে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নবীদের ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ।

(৫) অন্তরে দৃঢ়তা অর্জন, নসিহত ও স্মরণিকা গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা নিজেই এসব কাহিনির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন,

‘আর আমি রাসূলদের ওইসব বৃত্তান্ত আপনাকে বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করি। আর এভাবে আপনার নিকট এসেছে মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য এসেছে নসিহত ও স্মরণিকা।’ (সূরা হুদ, ১১: ১২০)

দ্বীনের ওপর চলা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এটি কেবল বিশেষ কিছুদিন, সপ্তাহ বা মাসের প্যাকেজ নয়। আমৃত্যু ইসলামের ওপর টিকে থাকার জন্য পর্যাপ্ত রসদ থাকা চাই। আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে নবীদের কাহিনি বর্ণনা করে রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের চিত্তের দৃঢ়তা ও মনোবল বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বের নবীদের বৃত্তান্ত, নিজ সম্প্রদায়ের কাফিরদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করা আর পরিশেষে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্জন, কাফিরদের অপদস্থ হবার বৃত্তান্ত ইত্যাদি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উপদেশ ও স্মরণিকা প্রদান করে। এগুলো মুমিনদের জন্য সুসংবাদ ও কাফিরদের জন্য সতর্কবার্তা।

নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব

শুরুতেই নবীদের বিপরীতে ওই সকল তথাকথিত ‘মহাপুরুষ’, ‘সমাজ সংস্কারক’ ও ‘বুদ্ধিজীবী’দের তফাত বুঝে নেওয়া জরুরি, যারা ওয়াহীর পরিবর্তে নিজস্ব চিন্তা ও মতাদর্শ অনুসরণ করেন। আজকাল মানুষ নবী-রাসূলদের আদর্শ বাদ দিয়ে নানা রকম চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ বা বৈজ্ঞানিকদের আদর্শ গ্রহণ করে চলার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে মৌলিক তফাত কোথায়? কারা মানবতার প্রকৃত মুক্তিদূত? আর কারা নিজেরাও বিভ্রান্ত এবং মানুষদেরকেও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়?

যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব গত হয়েছে। তাদের দেখানো মত ও পথে চলে মানুষ মুক্তি খুঁজেছে। তবে এ যেন এক অন্তহীন অনুসন্ধান! কয়েক দশক বা এক শতকের মধ্যেই পুরোনো আদর্শ অচল হয়ে যায়। মানুষ কিছু মানুষকে ‘মহাপুরুষ’ বানায়, আর কিছুকাল পরে তাকে ‘বাতিল’ ঘোষণা করে আরেক ‘মহাপুরুষের’ পেছনে ছুটতে শুরু করে। মানব জাতি ভেড়ার পাল সমতুল্য। তাদের সামনে একজন ‘রাখাল’ থাকা অপরিহার্য। কিন্তু কে হবেন সেই ‘রাখাল’, কী হবে তাঁর যোগ্যতা?

নবীদের সাথে অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাদেরকে গুনাহ থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। তাদের প্রচারিত বার্তায় কোনো ত্রুটি নেই, তাঁরা নিখুঁতভাবে আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক বা বৈজ্ঞানিকরা যে আদর্শ বা পথকে সত্য বলে ‘মনে করেন’, সেগুলো তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদ, বা অন্য কথায় তাদের ‘আন্দাজ’ মাত্র, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব আসেনি। তারা ‘অনুমান’ করেছেন তাদের প্রস্তাবিত আদর্শ বা পথ বুঝি সঠিক, কিন্তু তারা নিশ্চিত ছিলেন না যে এগুলো আসলেই সঠিক কি না। ‘সঠিক হওয়া’ আর ‘সঠিক বলে মনে হওয়া’ এ দুটো এক নয়। হতে পারে তারা মানবসভ্যতার মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবেই খুঁজতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের বাতলে দেওয়া মত আর

পথের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, সেগুলো সীমিত মানবিক বোধশক্তি, ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তের ফসল। ফলে আল্লাহর দেওয়া পথনির্দেশনার বিপরীতে মানবরচিত আদর্শ কখনো ত্রুটিমুক্ত নয়। মানুষ নিজেই স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলো সংযোজন, বিয়োজন করে এবং একসময় সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়।

এভাবে যুগে যুগে একই অন্ধচক্রে ঘুরপাক খেয়ে মানবতা হারান হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ; অতীতের প্লেটো-সক্রেটিস কিংবা অধুনা কার্ল মার্ক্স, চে গুয়েভারা, জন স্টুয়ার্ট মিল, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ ব্যক্তিদের যত বড় চিন্তক মনে করা হোক না কেন, তারা কেউই আল্লাহর মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত নন। বরং তারা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে মনগড়া আদর্শ তৈরি করেছেন এবং সময়ের সাথে সে আদর্শের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, যাচ্ছে।

এসব ব্যক্তির কেবল সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে, নিজেদের আন্দাজ অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। তাদের সামনে তাদের সমসাময়িক বাস্তবতা ছিল, সে অনুযায়ী তারা একটি সমাধান প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু ভিন্ন একটি বাস্তবতায় সে সমাধান আদৌ কার্যকরী হবে কি না—সেটা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তাদের প্রস্তাব হয়তো কোনো সমস্যার আংশিক সমাধান করেছে, কিন্তু আরেকদিকে অসংখ্য নতুন সংকট তৈরি করেছে। যে কারণে এসব ‘আদর্শের’ একটিও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সর্বজনীনতা লাভে সক্ষম হয়নি, সময়ের সাথে সাথে তাদের প্রচারিত মতাদর্শে অসংখ্য ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। যা তাদের কাছে গতকাল সঠিক ‘মনে হয়েছে,’ আজ সেটা অন্যদের কাছে ভুল ‘মনে হয়েছে।’ এই ‘মনে হওয়া’কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলছেন ‘যাম্ম’ হিসেবে। আল্লাহ বলছেন,

“বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের (যাম্ম) ওপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোনো কাজেই আসে না। আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।” (সূরা ইউনুস, ১০: ৩৬)

কুরআনের ভাষায় বলতে গেলে, এই মানবরচিত কিংবা মনগড়া আদর্শগুলো হচ্ছে ‘যাম্ম’ বা ‘আন্দাজ-অনুমান’, আর নবী-রাসূলরা ওয়াহীর মাধ্যমে যা লাভ করেছেন সেটা হচ্ছে ‘ইলম।’ নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজেই গাইড করেছেন। সরাসরি ওয়াহীর মাধ্যমে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা নবীদের মাধ্যমে মানবজাতিকে যে দ্বীন ও আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন তা নিখুঁত, সর্বজনীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। নবীদের শিক্ষায় কোনো বিরোধ নেই। সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যাপক ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই এক ও অভিন্ন তাওহীদ (একত্ববাদ), আখিরাত ও রিসালাতের বার্তা প্রচার করেছেন। তাদের সকলের দ্বীন এক ও অভিন্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘আমি দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সবচেয়ে নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রীয় ভাই সদৃশ। তাদের মা ভিন্ন (অর্থাৎ তাদের শরীয়ত ভিন্ন) কিন্তু তাদের দ্বীন এক (তাওহীদ)।’ (সহিহ বুখারী: ৩৪৪৩)।

নবীদের সংখ্যা

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের (জাতি, সম্প্রদায়) কাছে অভিন্ন বার্তা দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন,

‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো...।’ (সূরা নাহল, ১৬: ৩৬)

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল প্রেরণ করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

‘আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাতে সতর্ককারী আসেনি।’ (সূরা ফাতির, ৩৫: ২৪)

তাঁদের সকলের মধ্য থেকে কুরআনে যাদের ঘটনা এসেছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

‘অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি পূর্বে আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি...।’ (সূরা নিসা, ৪: ১৬৪)

কিছু বর্ণনায় নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার, মতান্তরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এবং রাসূলদের সংখ্যা তিনশত পনেরো, মতান্তরে তিনশত তেরোজন বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ আলিমগণ সেসব বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত হতে পারেননি। সারকথা, এমন কোনো জনপদ নেই, যেখানে নবী-রাসূল পাঠানো হয়নি, তাদের সর্বমোট সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

রাসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য

এখানে দুটো ভিন্ন ব্যাপার আছে—নবী ও রাসূল। নবীর বহুবচন হলো আশিয়া। এ ব্যাপারে আলিমদের একাধিক অভিমতের একটি হলো, রাসূল হলেন সেই নবী যাকে শরীয়ত দেওয়া হয়েছে। একজন নবী, যিনি রাসূল নন; তিনি অন্য আরেক রাসূলের শরীয়ত অনুসরণ করেন। সুতরাং প্রত্যেক রাসূলই নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। যদি একজন নবীকে নতুন শরীয়ত দেওয়া হয় তবে তিনি রাসূল হবেন। যদি তাঁকে নতুন শরীয়ত দেওয়া না হয় তবে তিনি শুধু নবী। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মুসা ﷺ একজন রাসূল। কারণ তাঁকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হারুন ﷺ একজন নবী। কারণ তিনি মুসার ﷺ শরীয়তের অনুসারী ছিলেন।

আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না।

‘...বরং তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী...।’ (সূরা আহযাব, ৩৩: ৪০)

নবুওয়াত ও রিসালাত পরিপূর্ণ হয়েছে। আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ চূড়ান্ত নবী ও রাসূল। এ মর্মে একদল সাহাবী হতে মুতাওয়াতির সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখ করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মতো যে একটি অট্টালিকা বানাল এবং তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। তবে তার কোণগুলির এক কোণায় একটি ইটের জায়গা ফাঁকা রইল। লোকেরা চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ওই ইটখানি স্থাপন করা হলো না কেন? আমিই সে ইট আর আমি নবীগণের মোহর ও শেষ নবী।’ (সহিহ মুসলিম: ২২৮৬)

রিসালাতের মর্যাদা নবুওয়াত অপেক্ষা উচ্চ। প্রত্যেক রাসূল একজন নবী। যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না। সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আর কোনো রাসূলও আসবেন না। এরপরেও মূর্খ মানুষেরা অতীতে মিথ্যাবাদী মুসাইলামা, আসওয়াদ আল-আনসীর মতো ভণ্ডদের ধোঁকায় পড়েছে, আর বর্তমান যুগেও কিছু মানুষ গোলাম আহমেদ কাদিয়ানীর মতো মিথ্যুকদের ফিতনায় পড়ে ঈমান হারা হচ্ছে।

সৃষ্টির সূচনা

দুনিয়াতে একজন মানুষের জীবনকাল খুবই সীমিত। কিন্তু যদি কুরআন ও হাদীসের চোখ দিয়ে মহাবিশ্বের দিকে তাকানো হয়, তাহলে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সকল ঘটনাপ্রবাহ দেখা যায়। এজন্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হলো সবচেয়ে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি। একবার ইয়েমেন হতে একদল লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আসল, তারা বলল,

‘আমরা এ বিষয়ে (সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে) কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুরুতে কেবল আল্লাহই ছিলেন, তাঁর আগে কিছুই ছিল না। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর। তিনি কিতাবে সবকিছুতে লিপিবদ্ধ করলেন এবং এরপর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।’ (সহিহ বুখারী: ৩১৯১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিবরণ পেশ করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন,

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ একস্থানে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাতীরা তাদের মনজিলে এবং জাহান্নামীরা তাদের মনজিলে প্রবেশ করা পর্যন্ত অবস্থার সংবাদ প্রদান করেন। কেউ তা মুখস্থ রাখতে পেরেছে, কেউ বা তা ভুলে গিয়েছে।’ (সহিহ বুখারী: ৩০৪৫)

উবাদা ইবনে সামিত বলেন,

‘আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম তৈরি করেন। এরপর তিনি কলমকে বললেন, লিখো। কলম বলল, হে আমার রব! আমি কী লিখব? তখন আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তুমি সবকিছুর তাকদীর লিপিবদ্ধ করো।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭০২)

তাকদীর লিপিবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অন্য হাদীসে এসেছে,

‘আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সমগ্র সৃষ্টির তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির ওপর।’ (সহিহ মুসলিম: ২৬৫৩)

আল্লাহ বলেন, ‘তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।’ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি, প্রথম মানুষ আদম ﷺ সৃষ্টির ঘটনায়।